উপকূলীয় বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষ

এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-২)

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

ইকোফিশ

WorldFish

CGIAR

উদ্দেশ্য

ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে পরিচালিত এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-২) ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছে। ইকোফিশ-২ এর মূল লক্ষ্য হলো, সামাজিক ও পরিবেশগত সহনশীলতা বৃদ্ধি ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা এবং উপকূলীয় মৎস্যজীবী পরিবারের বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরিসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা।

ইকোফিশ-২ এর আওতাধীন মৎস্যজীবী পরিবারের নারী সদস্যরা বিকল্প আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের জন্য বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষ বিষয়ক এ সহায়ক উপকরণটি প্রস্তুত করা হয়েছে। সর্বোপরি, মৎস্যজীবী পরিবারের খাদ্য বৈচিত্র্য নিশ্চিতে ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে শাকসবজি চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা

ছামিউল ইসলাম, সিনিয়র নিউট্রিশন স্পেশালিস্ট, ইকোফিশ-২, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

কারিগরি সম্পাদনা

ড. মোঃ রুহুল আমিন সরকার, এগ্রোনোমিস্ট

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোহাম্মদ মোকাররম হোসেন, চিফ অফ পার্টি, ইকোফিশ-২, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

সহযোগিতা

ইসরাত জহুরা, ট্রেনিং স্পেশালিস্ট, ইকোফিশ-২, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

মোঃ নাহিদুজ্জামান, সাইন্টিস্ট, ইকোফিশ-২, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

দিলরুবা শারমিন, কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ইকোফিশ-২, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও ব্র্যান্ডিং

মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, কান্ট্রি কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

মুদ্রণ এবং অলংকরণ

কালার লাইন, মহাখালী, ঢাকা ১২১২

কৃতজ্ঞতা

ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি)

প্রকাশনা ও স্বত্ত

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০২৩

প্রকাশনাটি ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (USAID) এর সহায়তায় করা হয়েছে। এতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় ও মতামতসমূহ প্রকাশকের নিজের যা ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিফলন নয়।

বসতবাড়ি পুষ্টি বাগান কী?

বসতবাড়ির আশেপাশের জমিতে বা বসতবাড়ির বিভিন্ন অংশে শাকসবজি চাষ করার মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও বিকল্প আয়ের জন্য সারা বছর পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন করা।

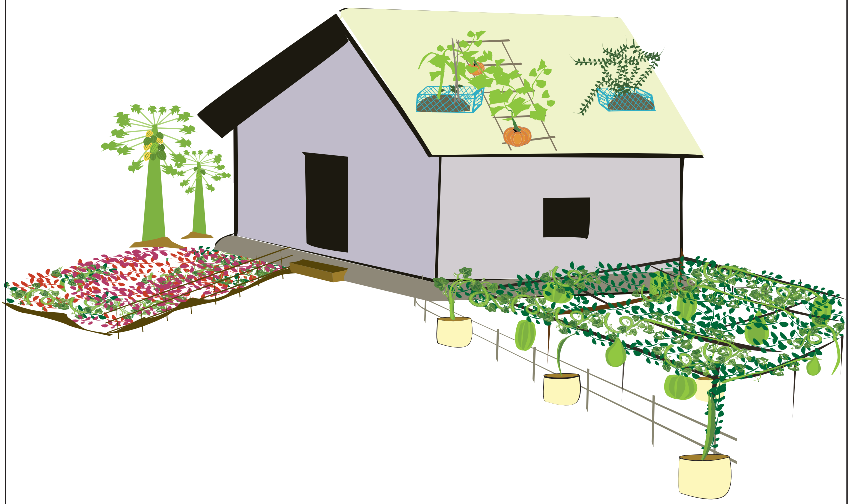

বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষের গুরুত্ব

দেশে মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র ৫-৭ ভাগ জমিতে শাকসবজি চাষ হয়, যা চাহিদার চার ভাগের মাত্র এক ভাগ পূরণ করতে পারে। শীতকালে প্রায় ৭০% এবং বাকি সময়ে প্রায় ৩০% শাকসবজি চাষ হয়, যা দিয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয় না। বিশেষত, উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়, বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ বেশি হওয়ার কারণে শাকসবজি উৎপাদন তুলনামূলক কম হয়। তাই বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষ মৎস্যজীবী পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- বসতবাড়ির পতিত জমির সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায় ।
- বসতবাড়িতে শাকসবজি উৎপাদন করলে কীটনাশকমুক্ত নিরাপদ ও টাটকা সবজি পাওয়া যায়।
- শাকসবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমূহ থাকে।
- শাকসবজি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শাকসবজি খেলে সুস্থ জীবন যাপন নিশ্চিত হয়।
- বসতবাড়িতে শাকসবজি চাষ করে শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী ও প্রসুতী মা-সহ পরিবারের সবার পুষ্টি চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব এবং বিশেষকরে অনুপুষ্টির অভাব জনিত অসুস্থতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- কিনে খেতে হয় না বলে অর্থেরও সাশ্রয় হয়, এবং উৎপাদিত শাকসবজির বাড়তি অংশ বাজারে বিক্রি করে পরিবারের জন্য বাড়তি উপার্জন করা যায়। বিশেষকরে নারীদের আয়ের সুযোগ তৈরি হয়।
- নিজের পছন্দমত শাকসবজি পাওয়া যায় এবং নিজের উৎপাদিত সবজি খেয়ে আত্মতৃপ্তি হয়।
- নারীদের বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরি হয়। ৬৫ দিন ও ২২ দিনের মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়গুলোতে নারীদের পাশাপাশি মৎস্যজীবী পুরুষ সদস্যদেরও অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।
- কীটনাশক মুক্ত শাকসবজি চাষের ফলে পরিবেশ ভালো থাকে।

মৌসুম অনুযায়ী শাকসবজি নির্বাচন

শীতকালীন বা রবি মৌসুমে চাষ উপযোগী (২৮ আশ্বিন বা ১৬ অক্টোবর থেকে ৩০ ফাল্গুন বা ১৫ মার্চ) শাকসবজি

গ্রীষ্মকালীন বা খরিপ মৌসুমে চাষ উপযোগী (১ চৈত্র বা ১৬ মার্চ থেকে ২৭ আশ্বিন বা ১৫ অক্টোবর) শাকসবজি

সারা বছর চাষযোগ্য শাকসবজি

বসতবাড়িতে স্থান অনুযায়ী শাকসবজি নির্বাচন

রোদ পায় এমন স্থান	সকল প্রকার শাকসবজি
হালকা ছায়াযুক্ত স্থান	কচু, শশা, পালং শাক, গাজর, কলমি শাক, পুঁইশাক, বাঁধাকপি, ওলকপি, মরিচ
স্যাঁতস্যাঁতে স্থান	কলমি শাক, পানিকচু
বাউনি/মাচা ও ঘরের চাল	করলা, চালকুমড়া, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, ঝিংগা, চিচিংগা
বেড়া	বরবটি, করলা, ঝিংগা, চিচিংগা
পুকুর পাড়	লাউ, করলা, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, চিচিংগা, বরবটি, শিম, পুঁইশাক, ঢেঁড়শ/ওকড়া, লাল শাক, কাঁচামরিচ, বেগুন, লেবু, পেঁপে
ঘরের পেছনে পরিত্যক্ত স্থান	কাঁচকলা, সজিনা

বসতবাড়িতে মাদায় শাকসবজি চাষ

মাদা তৈরি:

- বীজ বপনের ৮-১০ দিন পূর্বে ১ হাত দৈর্ঘ্য, ১ হাত প্রস্থ ও ১ হাত গভীরতায় ৩-৪ হাত দূরে দূরে গর্ত তৈরি করুন।
- মাদার ওপরের মাটি ঝুরঝুরে করে গর্তের নিচে দিন এবং নিচের মাটি আলাদা করে রাখুন। গর্তে দেয়ার পূর্বে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।
- নিচের মাটির সাথে এক ঝুড়ি পচা গোবর সার/কম্পোস্ট বা জৈব সার এবং ৬০-৭০ গ্রাম টিএসপি, ৫০-৬০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে নিন।
- গর্তটি এমনভাবে ভরে ফেলুন যাতে মিশ্রিত মাটি ওপরে থাকে এবং বৃষ্টির পানি জমতে না পারে।
- গর্তটি কলাপাতা, তালপাতা বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে যেন বৃষ্টির পানি বেশি পরিমাণে না ঢোকে, পানিতে ধুয়ে না যায় বা রোদে শুকিয়ে না যায়।

মাদায় বীজ বপন বা চারা রোপণ: মাদা তৈরির এক সপ্তাহ পর কলাপাতা/তালপাতা বা পলিথিনের ঢাকনা সরিয়ে ওপরের মাটি হালকা নাড়িয়ে অতঃপর বীজ বা চারা রোপণ করতে হবে। প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে সুস্থ সবল বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় সুস্থ সবল দু'টি চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

লতা জাতীয় সবজিকে সাধারনত মাদা পদ্ধতিতে এবং লতাবিহীন সবজিকে বেড/বীজতলা পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে উৎপাদন ভালো হয়।

উন্মুক্ত জায়গায় বেডে শাকসবজি চাষ

বেড তৈরির পদ্ধতি:

- সাধারণত বেডের প্রস্থ ৪ ফুট ও দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হয় তবে, জায়গা ভেদে এর পরিবর্তন হতে পারে। বেডগুলো উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হতে হবে।
- প্রথমে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করে নিন। কমপক্ষে এক কোদাল পরিমান (৮-১২ ইঞ্চি) খনন করতে হবে।
- দুই বেডের মাঝখানে ও চারদিকে ৬-১০ ইঞ্চি পরিমাণ নালা থাকবে। প্রতিটি বেডের উচ্চতা ৬ ইঞ্চি হবে।
- বেডের মাটি ভালোভাবে কোপানোর পর মাটিকে ২-৪ দিন খোলা অবস্থায় ফেলে রাখতে হবে। এতে মাটিতে অবস্থানরত পোকামাকড়, পোকামাকড়ের ডিম, রোগজীবাণু রোদে মারা যাবে।
- বেডের ওপর ২ ইঞ্চি স্তর করে প্রয়োজনীয় কম্পোস্ট বা জৈব সার প্রয়োগ করে মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হাতের মাধ্যমে সমান ও মসৃণ করে দিতে হবে। সাধারণত জৈব সারের সাথে প্রতি ১০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৪ ফুট প্রস্থের একটি বেডে ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম পটাশ সার ব্যবহার করা ভালো।
- সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর উঁচু বেড বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য উপযোগী হবে।

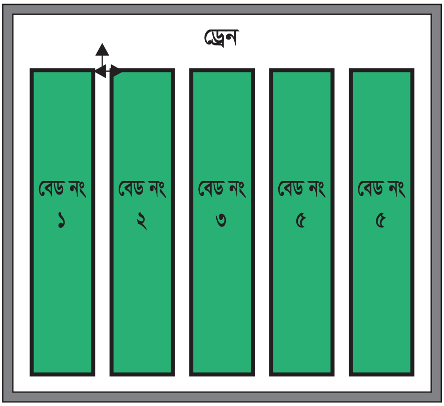

৯ ইঞ্চি	২-৩ হাত	৯ ইঞ্চি

বেডে বীজ বপন/চারা রোপণ

ছিটিয়ে বপন: সরাসরি বেডে ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়। যেমন - লাল শাক, ডাটা শাক, মূলা, গাজর, পালং শাক, কলমী শাক ইত্যাদি। তবে ছিটানোর আগে বালু বা ছাই মিশিয়ে নিলে সুবিধা হয়।

সারিতে বপন: বেডে সরাসরি সারি করে বপন করা যায়। তবে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এক সারি থেকে সারি বা বীজ থেকে বীজের দূরত্ব সঠিক থাকে। উদাহরণ - বরবটি, পুইশাক, ঢেঁড়শ ইত্যাদি। ছোট আকারের বীজ ১-১.৫ সেমি. এবং বড় আকারের বীজ ২.৫-৩ সেমি. গভীরতায় বপন করা উচিত।

সারিতে রোপণ: কিছু কিছু শাকসবজির বীজ জমিতে সরাসরি বপন না করে অন্য কোনো স্থানে চারা করে সারিতে রোপণ করতে হয়। উদাহরণ - বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ ইত্যাদি। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলেই তা রোপণের উপযোগী হয়। রোপণের উপযোগী হলে দেরি না করে চারা রোপণ করুন।

খেয়াল রাখা উচিত

- *বিকেল বেলা চারা রোপণের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।*
- *মেঘলা দিনে যে কোনো সময় রোপণ করা যেতে পারে।*
- *রোপণের সময় সব দূর্বল, রোগাক্রান্ত ও শিকড় ছেঁড়া চারা ফেলে দিতে হবে।*
- *চারা রোপণের পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং রোদ কড়া হলে কয়েকদিন চারা ছায়ায় রাখতে হবে।*
- *বেডে চারা রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বীজতলায় চারাটি যে গভীরতায় ছিল রোপণের সময় চারার গভীরতা যেন একই থাকে। বেশি হলে চারার গোড়ায় পচন ধরতে পারে।*
- *রোপিত চারায় নতুন পাতা গজাতে শুরু করলে গোড়া খুঁচিয়ে দিতে হবে এবং কিছুদিন পর থেকে সার প্রয়োগ ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে।*

জলবায়ু সহিষ্ণু পদ্ধতিতে শাকসবজি চাষ

বস্তায় সবজি চাষ: বিভিন্ন আকারের বস্তায় প্রয়োজনীয় মাটি, জৈব সার ও কচুরিপানা ব্যবহারের মাধ্যমে বছর ব্যাপী পরিকল্পনামাফিক বিভিন্ন জাতের সবজি চাষ করা যায়। বর্ষাকাল বস্তায় সবজি চাষের জন্য উত্তম সময়।

টাওয়ার গার্ডেনে শাকসবজি চাষ: বাঁশ ও পলিথিন দিয়ে তৈরি টাওয়ারের উচ্চতা সাধারণত ৪-৫ ফুট এবং বেড় (ব্যাস) ৪-৪.৫ ফুট হয়। উপকুলীয় নিম্নাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক উপকারভোগী, যাদের বসতবাড়িতে জায়গা কম বা নেই, তারা টাওয়ার গার্ডেনে বছরব্যাপী শাকসবজি চাষ করতে পারেন।

ঘরের চালে সবজি চাষ: উপকুলীয় এলাকায় বাড়ীর চালায় সবজি চাষ হতে পারে পারিবারিক আয় ও পুষ্টির বিকল্প সমাধান। অব্যবহৃত প্লাস্টিক, বোতল, বালতি, বস্তা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। মাটি ও সার দিয়ে পাত্রটি ভরে চালের ওপর বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন চালের ক্ষতি না হয়। পাত্রগুলো চাল কিংবা বারান্দার কলামের নিকটবর্তী স্থানে রাখা এবং ইটের ওপর স্থাপন করা ভালো নাহলে চাল নষ্ট, ড্যাম বা স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যেতে পারে।

শাকসবজির পরিচর্যা

বেড়া দেয়া: বেড়া হাঁস, মুরগি, গরু ও ছাগলের হাত থেকে শাকসবজি রক্ষা করে। পাশপাশি শিশু ও পথচারী হতেও রক্ষা করে। বেড়ার খুঁটি হিসেবে সজিনার ডাল ব্যবহার করা যেতে পারে, যার ফল এবং পাতা খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

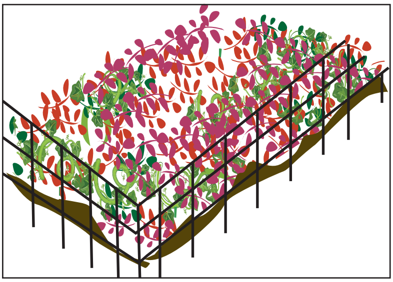

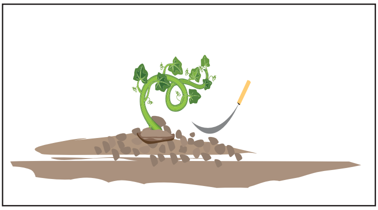

মাটি আলগাকরণ: বীজ জন্মানোর পর মাটি আলগা করে যথেষ্ট পরিমাণে ঝুরঝুরে করতে হবে যাতে চারা প্রয়োজনীয় পানি ও বাতাস পায়।

পানি সেচ ও নিস্কাশন: মাটিতে বা গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে গাছ বেঁচে থাকতে পারে না। বেশি ভেজা পরিবেশে ছত্রাকের বংশবিস্তার হয় এবং অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়। খেয়াল রাখতে হবে, মাটিতে যেন পরিমিত মাত্রায় রস থাকে, খুব বেশি বা কম নয়।

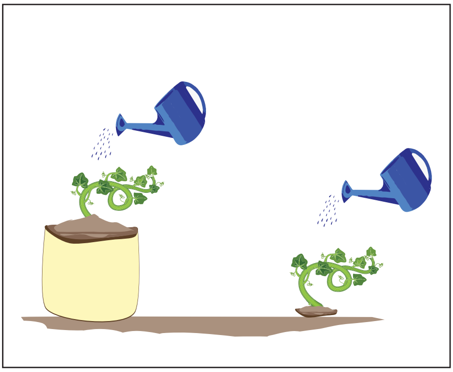

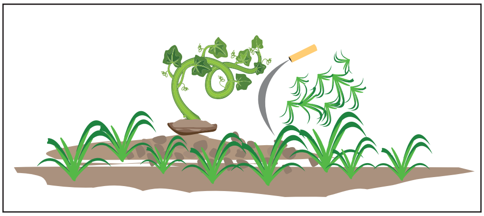

আগাছা দমন: আগাছা কাঙ্খিত ফসলের সাথে খাদ্য উপাদানসমূহ, আলো এবং পানি গ্রহণ করে। তাই যত দ্রুত সম্ভব আগাছা দমন করা উচিত।

সবজির পোকা-মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা: সবজি উৎপাদনে পোকা মাকড় ও রোগ জীবানুর আক্রমণ প্রায়শই দেখা যায়। এজন্য সবজির পোকা-মাকড় ও রোগের ক্ষেত্রে বাড়িতে উৎপাদিত জৈব পদ্ধতিতে বালাই দমন ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি।

গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া: অতিবৃষ্টি বা জোয়ারের ফলে যদি গাছের গোড়ার মাটি স্থানচ্যুত হয়, তবে সে জায়গায় মাটি দিতে হয়। আলগা মাটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাটি ভালোভাবে শোধন (রোদে শুকিয়ে/জৈব বালাইনাশক) করে ব্যবহার করতে হবে।

মাচা/ জাংলা দেয়া: লতানো শাকসবজি, যেমন কুমড়া, অবশ্যই বাউনির মাধ্যমে অবলম্বন প্রয়োজন হয়। ঠিকভাবে খুঁটি/বাউনি না দিলে গাছ মাটিতে নুয়ে পড়ে, ফলে ফলন কম হয়।

মাটিতে জৈব সার প্রয়োগ: ফসলের বৃদ্ধির প্রয়োজনে জৈব সার। (যেমন- কেঁচো সার, কম্পোস্ট সার, তরল সার ইত্যাদি) প্রয়োগ করতে হবে।

মালচিং: মাটির আর্দ্রতা/পানি দীর্ঘ সময় ধরে রাখার জন্য, মাটি কচুরিপানা (শিকড় ছাড়া হলে ভালো), সবুজ পাতা অথবা খড় দিয়ে ঢেকে রাখার পদ্ধতিকে মালচিং বলা হয়।

শূন্যস্থান পূরণ: বেড়ে অথবা মাদায় যদি কোনো চারা মরে যায় বা কোনো বীজ যদি অংকুরিত না হয়, সেখানে পুনরায় নতুন বীজ বপন অথবা নতুন চারা রোপন করে অবশ্যই শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

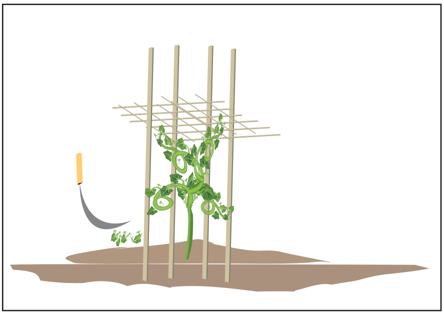

অঙ্গ ছাঁটাই: সাধারণভাবে টমেটো গাছের গোড়া থেকে সামান্য একটু ওপরে দুটো শাখা রেখে বাকীগুলো কেটে অথবা যে কোনো গাছের নেতিয়ে পড়া ডাল গোড়া থেকে সামান্য ওপরে রেখে কেটে দিতে হবে। তরমুজ, মিষ্টিকুমড়া এবং অন্যান্য কুমড়া জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে গাছের গোড়ায় কয়েকটি ফল ধরার শাখা রেখে বাকি গুলো ছাঁটাই করা হয়।

ফসল সংগ্রহ: সঠিক সময়ে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ না করলে কৃষকের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়। তাছাড়া ফসল সংগ্রহের সময় অবশ্যই ফসল অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। যেমন, ঢেঁড়সের ক্ষেত্রে ফলের বৃন্তের গোড়া থেকে একটু ওপরে কাটলে পরবর্তীতে ফলন বাড়ে। ফসল সংগ্রহের সময় যাতে ফসলের সতেজতা নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শাকসবজি চাষের ধাপ

শাকসবজি চাষে আয় ও ব্যয় বিশ্লেষণ (শতাংশে)

শাকসবজি বা চাষের ধরণ	মোট খরচ	মোট উৎপাদন
শাক জাতীয় যেমন লালশাক, পালংশাক, কলমি শাক, পুঁইশাক	জমি তৈরি, বেড়া তৈরি, বীজ, সার, বালাইনাশক ও অন্যান্য বাবদ মোট খরচ= ৫০০-৬০০ টাকা	মোট ফলন ৮০-১০০ কেজি শাকসবজি যার মূল্য = প্রায় ১২০০-১৫০০ টাকা
লাউ/ মিষ্টি কুমড়া/ চালকুমড়া	জমি তৈরি, জাংলা/মাচা দেয়া, বীজ/চারা, সার বালাইনাশক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বাবদ মোট খরচ= ১২০০-১৫০০ টাকা	উৎপাদনকৃত পাতা বা ডগাসহ (৩০ কেজি) লাউ/ মিষ্টি কুমড়া/ চালকুমড়া (১০০-১৪০ কেজি)-এর মূল্য= ২০০০-২৫০০ টাকা
ঝিংগা/চিচিংগা/ করলা জাতীয় সবজি	জমি তৈরি, জাংলা/মাচা দেয়া, বীজ/চারা, সার বালাইনাশক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বাবদ মোট খরচ= ১০০০-১২০০ টাকা	মোট ফলন ৮০-১০০ কেজি সবজি যার মূল্য = প্রায় ১৮০০-২০০০ টাকা
বস্তায় (৬টি বস্তা) সবজি চাষ	বস্তা, জাংলা/মাচা দেয়া, বীজ/চারা, সার বালাইনাশক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বাবদ মোট খরচ= ১০০০-১২০০ টাকা	উৎপাদনকৃত পাতা বা ডগাসহ (১৫ কেজি) ও অন্যান্য ফলন (৮০-১০০ কেজি)-এর মূল্য= ১৮০০ -২০০০ টাকা

শাকসবজি বা চাষের ধরণ	মোট খরচ	মোট উৎপাদন
১টি টাওয়ার (৪.৫ ফুট বাই ৫ ফুট) বাগানের	টাওয়ার তৈরি, জাংলা/মাচা দেয়া, বীজ/চারা, সার বালাইনাশক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বাবদ মোট খরচ= ১০০০-১২০০ টাকা	উৎপাদনকৃত পাতা বা ডগাসহ (১৫ কেজি) ও অন্যান্য ফলন (৮০-১০০ কেজি)-এর মূল্য= ১৮০০-২০০০ টাকা
বাড়ীর চালায় সবজি চাষ	বস্তা, ঝুড়ি, জাংলা বাবদ খরচ= ১৫০ টাকা বীজ ও সার বাবদ খরচ =১৫০ বালাইনাশক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা বাবদ খরচ= ৩০০ টাকা মোট খরচ= ৬০০ টাকা	উৎপাদনকৃত পাতা বা ডগাসহ পাতা (১২কেজি) ও অন্যান্য ফলন (৪০-৫০কেজি) এর মূল্য = ১২৫০টাকা লাউ/ মিষ্টি কুমড়া/ চালকুমড়া ২৫-৩০ টি = ৭৫০ টাকা

*জমির মূল্য, জৈব সারের দাম ও পারিবারিক শ্রম বিবেচনায় নেয়া হয় নি। স্থান ও যত্নের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন কম বা বেশি হতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদ কৃষি অফিসে যোগাযোগ করে কৃষি সম্পর্কিত পরামর্শ পাওয়া যায়। সেসাথে সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার ফোন নম্বর, যেমন, সরকারি কৃষি বিভাগের কৃষি তথ্য সার্ভিস -১৬১২৩, গ্রামীণ কৃষি সেবা ও রবি কৃষি বার্তা -২৭৬৭৬ নম্বরে ফোন করেও কৃষি সম্পর্কিত সেবা পাওয়া যায়।

ইকোফিশ সম্পর্কে :

ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-২) বাস্তবায়ন করছে। ইকোফিশ-২ উপকূলীয় মৎস্যজীবী পরিবারের বিকল্প আয়ের সুযোগ তৈরিসহ খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে কাজ করছে সেইসাথে নদী ও সাগরের পরিবেশগত সহনশীলতা বৃদ্ধি ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নানারকম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পাঁচ বছর মেয়াদী (ডিসেম্বর ২০১৯ - নভেম্বর ২০২৪) ইকোফিশ-২ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে (কক্সবাজার, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, এবং নোয়াখালী) প্রায় ১৫০০০ উপকারভোগী মৎস্যজীবী পরিবার, এবং ১৪০ জন সুনীল প্রহরী, ৫০ জন সিটিজেন সাইয়েন্টিস্ট (নৌকার মাঝি)-এর মতো স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে সরাসরি কাজ করছে। এছাড়াও, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এবং সহব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যোগাযোগ :

এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-২) অ্যাক্টিভিটি
ওয়ার্ল্ডফিশ, বাড়ি# ৩৩৫/এ, রোড#১১৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২